"দরিদ্র্য মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)
(২য় সংশোধিত)" প্রকল্পের
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য

FGD পরিচালনার জন্য চেকলিস্ট

১. **আপনার সমিতিতে দরিদ্র্য ও অসহায় মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিআরডিবি'র প্রকল্প কর্তৃক কি কি কার্যক্রম সম্পাদন হয়েছে?**

অত্র প্রকল্পের আওতায় আমরা ------ জন নারী মিলে সমিতি গঠন করি। সমিতি করার পর নিয়মিতভাবে সঞ্চয় জমা দেই। আমাদেরকে সামাজিক বিষয়ে সচেতন করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষন যে বিষয়ে নিয়েছি সে বিষয়ে কাজ করার জন্য আমাদের চাহিদানুযায়ী ঋন দেয়া হয়। ঋনের টাকা ব্যবহার করে আমরা নিজেরা নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ নিয়মিত আয় করছি। এর ফলে পরিবার ও সমাজে আমাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. **প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম এবং ঋণ বিতরণে কোনো অনিয়ম/ অসুবিধা ছিল কি? হলে, কি ধরনের অনিয়ম/অসুবিধা ছিল?**

প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম এবং ঋণ বিতরণে কোনো অনিয়ম/ অসুবিধা নেই। আমরা সময়মত কোনরূপ ঝামেলা ছাড়াই চাহিদানুযায়ী দ্রুত ঋণ নিতে পারি। ঋণের টাকা অফিস থেকে আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে দেয়া হয় এবং এর ফলে আমাদের যতটুকু প্রয়োজন হয় ততটুকুই ব্যাংক থেকে নিয়ে ব্যবহার করতে পারি।

৩. **আপনারা ঋণের টাকা কি কি কাজে ব্যবহার করেছেন?**

আমরা সমিতির সদস্যরা একেক জন একেক কাজে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে উক্ত কাজে ঋনের টাকা ব্যবহার করে নিয়মিত আয় করছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হাঁস মুরগী পালন, গাভী পালন, মৎস্য চাষ, সবজি চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, হস্তশিল্প ও অন্যান্য কাজে ঋণের অর্থ ব্যবহার করছে।

৪. **প্রকল্প থেকে ঋণ গ্রহণ করাতে আপনারা কি লাভবান হয়েছেন? কিভাবে লাভবান হয়েছেন বলে মনে করেন?**

হ্যাঁ। আমরা সমিতির সদস্যরা ঋনের টাকা দিয়ে প্রশিক্ষন নেয়া বিষয়ে কাজ করে নিয়মিত আয় করছি। আয় করার কারনে নিজের চাহিদা ও পছন্দ অনুযায়ী নিজেরাই খরচ করতে পারি। আগে যে কোন খরচের জন্য স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো। এখন আমরা পরিবার চালাতে স্বামীকে সাহায্য করতে পারি। তাই সংসারে কোন অভাব নেই। স্বামী পরিবারের কোন বিষয়ে এখন আমার সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

৫. **আপনাদের সমিতির সদস্যদের প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে বলুন।**

আমাদের সমিতির সদস্যদের একেকজন একেক বিষয়ে প্রশিক্ষন গ্রহন করেছি । কেউ ০৩ দিন মেয়াদী, আবার কেউ কেউ ১৫ দিন ও ৩০ দিন মেয়াদী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষন নিয়েছি। প্রশিক্ষন নিয়ে আমরা এ সকল কাজ করার দক্ষতা অর্জন করেছি। তাছাড়া নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহের কু-ফল, তালাক, যৌতুক, নারীর ক্ষমতায়নসহ অন্যান্য সামাজিক বিষয়ে সচেতন হয়েছি।

৬. **প্রশিক্ষণ পেয়ে আপনারা কিভাবে লাভবান হয়েছেন বলে মনে করেন?**

আমরা প্রকল্প হতে যে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছি সে সকল বিষয়ে আমাদের দক্ষতা অর্জিত হওয়ায় আমরা প্রকল্প হতে গৃহিত ঋণ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পেরেছি। এতে করে আমরা ঋণের অর্থ ব্যবহার করে অধিক লাভবান হতে পেরেছি। এর ফলে আমাদের নিয়মিত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া প্রকল্প হতে আমাদের নারী নির্যাতন প্রতিরোধে করনীয়, বাল্য বিবাহের কুফল, সাধারণ স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর গুরুত্ব, যৌতুক, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করায় আমরা এ সকল বিষয়ে সচেতন হয়েছি।

৭. **আপনার এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নারীর ক্ষমতায়ন বা নারীদের কর্মসংস্থানে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে?**

আমাদের সমিতির সকল কাজ আমরা নিজেরাই পরিচালনা করি। প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা নিয়ে আমরা সকলে নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে আয় উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছি। ফলে সংসারের প্রয়োজনে বিভিন্ন খরচ আমরা নিজরা অংশগ্রহণ করি। ফলশ্রুতিতে পরিবারের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমাদের মতামত কে প্রাধান্য দেয়া হয়। এছাড়া আমাদের সমিতি কেউ কেউ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে প্রতিনিধিত্ব করছে।

৮. **আপনার এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে, ক্ষুধা, দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে বলে মনে করেন কি?**

হ্যাঁ।

৯. **আপনাদের সমিতির সদস্যরা প্রকল্প হতে ঋণ গ্রহণ করে কি ধরনের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে?**

আমরা সমিতির সদস্যরা একেক জন একেক কাজে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে উক্ত কাজে ঋনের টাকা ব্যবহার করে নিয়মিত আয় করছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হাঁস মুরগী পালন, গাভী পালন, মৎস্য চাষ, সবজি চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, হস্তশিল্প ও অন্যান্য কাজে কর্ম-সংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া আমাদের উদ্যোক্ত সদস্যদের বিভিন্ন কাজে অন্যদেরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

১০. **আপনারা ঋণের টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করতে পেরেছেন কি? না হলে, কেন ঋণের টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করতে পারেন নি?**

হ্যাঁ

১১. **প্রকল্পের আওতায় আপনার এলাকায় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কি ধরণের পরিবর্তনে এসেছে?**

আমাদের সমিতির সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক কাজে নিয়োজিত আছে। এর ফলে প্রত্যেকের নিজেরই নিয়মিতভাবে আয় করছে। যা তাদের পরিবারের চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় থাকে। বর্তমানে প্রত্যেকের ঘরবাড়ি, খাদ্যগ্রহণ, ছেলে মেয়ের শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। তাছাড়া আমরা পারিবারিক এবং সামাজিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখতে পারছি।

১২. **প্রকল্পের মাধ্যমে আপনার এলাকায় কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে বলে মনে করেন?**

আমাদের সমিতির সদস্যরা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা নিয়ে বিভিন্ন ধরণের কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সবজি চাষ, হাস মুরগি পালন, গাভী পালন, ছাগল

পালন ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের পরিবারের চাহিদা পূরনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি নিজেরা কিছু আয় করছি। এছাড়া কেউ কেউ বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প, সেলাই এব্রয়ডারির কাজ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ইত্যাদি অকৃষি কাজ দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে অর্থ উপার্যন করছি। আমাদের দেখাদেখি আশেপাশের মহিলারা এ ধরণের কাজে উৎসাহিত হয়ে নিজেরাও এ সকল কাজ করছেন।

১৩. আপনাদের মতে এ প্রকল্পের সবচেয়ে বেশি উপকারি/সবল দিকসমূহ কী কী।

গ্রামীন দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও বেকার নারীদের নিয়ে সমিতি করা, সঞ্চয় জমায় উদ্ধুদ্ধকরণ, বিভিন্ন কাজে ট্রেডভিত্তিক স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্বল্পসুদে সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদান। প্রশিক্ষন গ্রহনকালে বিভিন্ন ট্রেড্রের বিশেষজ্ঞদের সাথে আমাদের সম্পর্ক তৈরী হয়। ফলে পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ট্রেড বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমরা সরাসরি যোগাযোগ করে সঠিক সময়ে সহজভাবে সমাধান করতে পারি। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে এ প্রকল্পটি ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে।

১৪. আপনাদের জানা মতে এ প্রকল্পের সবচেয়ে দুর্বল দিকসমূহ কী কী।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা অন্য কোন কারণে কোন সদস্যের আর্থিক অবস্থা খারাপ হলেও তার গৃহিত ঋণ মউকুফের সুযোগ নেই। সমিতির সকল সদস্য ঋণ পরিশোধ না করলে পুনরায় ঋন পাওয়া যায় না।

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম: ----------স্বাক্ষর----------তারিখ----------

সুপারভাইজারের নাম: ----------স্বাক্ষর---------- তারিখ----------

অংশগ্রহণকারীগণের নাম, পেশা, ঠিকানা ইত্যাদি

এফজিডি এর স্থান: উপজেলা: জেলা:

তারিখ:

ক্র.নং	অংশগ্রহণকারীগণের নাম	পেশা	ঠিকানা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬